৩.১ ইনফ্রাস্টাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটিশন কোম্পানী (আই আই এফ সি)

৩.১.১ কোম্পানীর পটভূমিঃ

Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীনে প্রতিষ্ঠিত একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর ধারা ২৮ এর অধীনে একটি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি কোম্পানী হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শুরুতে প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল Infrastructure Investment Facilitation Center (IIFC)। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তন করে Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) রাখা হয়। IIFC ২০০০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তার কার্যক্রম শুরু করে। IIFC বিশ্বব্যাংকের Private Sector Investment Development Project (PSIDP) এর অধীনে বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারী অংশগ্রহণ (পিপিপি) ত্বরান্বিত এবং উৎসাহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানির কার্যক্রমের প্রারম্ভিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (IDA), UK’র ডির্পাটমেন্ট অফ ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (DFID), এবং কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (CIDA) দ্বারা অর্থায়ন করা হয়েছিল । CIDA, DFID, বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন যথাক্রমে ডিসেম্বর ২০০৩, মে ২০০৪, ২০০৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এবং মার্চ ২০০৭ সালে শেষ হয়েছে। এপ্রিল ২০০৭ থেকে IIFC স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সত্তা হিসেবে তার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে।

৩.১.২ পরিচালনা পরিষদঃ

কোম্পানীর সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পরিষদ আছে। IIFC’র সামগ্রিক নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহনের দায়িত্ব পরিচালনা পরিষদের উপর ন্যস্ত। তিনজন পরিচালক সরকারের পক্ষ থেকে ও তিনজন পরিচালক বেসরকারী খাত থেকে নিযুক্ত হয়েছেন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকার বলে বোর্ডের একজন সদস্য। ERD সচিব বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানীর নীতি নির্দেশাবলী প্রণয়ন করে। IIFC স্বাধীনভাবে দৈনন্দিন সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

৩.১.৩ উদ্দেশ্যঃ

আই আই এফ সি এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল অবকাঠামো খাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে সহজতর করা। এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্মকান্ডগুলো IIFC’র মূল উদ্দেশ্য হিসেবে গৃহীত হয়েছে:

১. বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারী বিনিয়োগ এবং সকল প্রকার সরকারী-বেসরকারী-যৌথ বিনিয়োগ কে অনুপ্রাণিত করা, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া;

২. বাংলাদেশের সরকারের মন্ত্রণালয়সমূহ এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহকে অবকাঠামোগত প্রকল্প নির্ণয় ও বাছাই করা, প্রস্তুত ও পর্যালোচনা করা এবং বাস্তবায়ন করার জন্য সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;

৩. অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য দেশে ও বিদেশে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সম্ভাবনা সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদান করা;এবং

৪. অবকাঠামোগত প্রকল্পসমূহে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৌশলী পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারী খাতকে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত করা।

৩.১.৪ অর্থনীতিতে IIFC এর ভূমিকাঃ

IIFC বিভিন্নভাবে দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। যেমনঃ

১. সক্ষমতা তৈরী ও পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান

২. আন্তর্জাতিক Consultancy Assignment এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন

৩. কর্মসংস্থান

৪. কর প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অবদান

৫. আন্তর্জাতিক মানের বিশেষজ্ঞ তৈরী

৬. সরকারের নিজস্ব পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে

৩.১.৫ IIFC এর বর্তমান Project:

IIFC দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরামর্শক হিসাবে কাজ করছে। বর্তমানে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম দেয়া হলোঃ

1. Market Feasibility Study of Hard Rock of Maddhapara Granite Mining Company Limited
2. Capacity Building to Power Sector, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources
3. Skills for Employment Investment Program Project (SEIP), Ministry of Finance
4. Pre-Feasibility Study of Dhaka SEZ & Mirersarai-2 EZ, BEZA
5. Development and Implementation for Bangladesh Efficient Lighting, Power Cell
6. OFC PPP Options Strategy, South Sudan
7. Dhaka Chittagong Expressway Public Private Partnership Design Project -2, Roads & Highway
8. Nigerian Postal Services (Nipost) Financial Inclusion (PPP) Project, Nigeria
9. Management Consultancy Services to North West Power Generation Company Ltd., JICA funded Project.

বর্তমানে IIFC নিয়মিত ভাবে Public Private Partnership (PPP) এর উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এতে সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ অংশ গ্রহন করে আসছে। যা PPP বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

৩.২ ইডকল পরিচিতিঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে ১৯৯৭ সালের ১৪ মে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড (ইডকল) এর যাত্রা শুরু হয়। প্রতিষ্ঠানটি ৫ জানুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে একটি অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিবন্ধন লাভ করে। শুরু হতেই এটি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ও নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি অর্থায়নের ক্ষেত্রে যে শূন্যতা রয়েছে সেটি পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠার এক দশকের মধ্যেই ইডকল দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে অর্থায়নের শীর্ষস্থানে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। ইডকল কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ অনুসারে নিবন্ধিত একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে নিবন্ধিত একটি অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইডকল অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান।

৩.২.১ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ইডকলের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ও নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচিতে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং এর মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। ইডকল বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত অবকাঠামো উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্প/কর্মসূচিতে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইডকলের বর্তমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগখাত সমূহ হলঃ

- বিদ্যুৎ উৎপাদন;
- টেলিযোগাযোগ;
- তথ্য প্রযুক্তি;
- বন্দর;
- নবায়নযোগ্য শক্তি প্রযুক্তি;
- গ্যাস ও গ্যাস সংক্রান্ত অবকাঠামো;
- পানি সরবরাহ;
- টোলসড়ক/সেতু;
- জাহাজ নির্মাণ অবকাঠামো;
- যোগাযোগ ব্যবস্থা;
- পরিবেশ সংক্রান্ত প্রকল্প;
- ইডকল বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য প্রকল্প।

৩.২.২ তহবিল উৎসঃ

- ৫০০ কোটি টাকার সমমূলধন
- ইডকল বেশকয়েকটি উন্নয়নসহযোগী সংস্থা হতে আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে। বিভিন্ন সংস্থা হতে প্রতিষ্ঠানটি এ পর্যন্ত প্রায় ১,০৯৭ মিলিয়ন ডলার ঋণ ও ১৮০ মিলিয়ন ডলার অনুদান পেয়েছে।

৩.২.৩ বিনিয়োগঃ

বিভিন্ন প্রকল্পে ইডকল এ পর্যন্ত সর্বমোট ৫,৮৮২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। ইডকলের বিনিয়োগখাত সমূহকে মূলতঃ দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়- অবকাঠামো উন্নয়ন ও নবায়নযোগ্য শক্তি। অবকাঠামোখাতের মধ্যে প্রধানতঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন ও টেলিযোগাযোগ খাতেই সবের্বাচ বিনিয়োগ করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য খাতসমূহের মধ্যে সৌরবিদ্যুখাতে বিনিয়োগ সর্বোচ্চ।

৩.২.৪ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ

বেসরকারী উদ্দ্যেগে অবকাঠামো খাতে গৃহীত প্রকল্প অর্থায়নে ইডকল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, টেলিযোগাযোগ, পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানী সাশ্রয়ী ইটভাটা প্রকল্প, বর্জ্য পরিশোধন এবং পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ প্রকল্পে ইডকল এ যাবত প্রায় ২,৪২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন এবং জ্বালানী সাশ্রয়ী খাতে নেয়া

কিছু প্রকল্প অর্থায়নে ইডকল সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। বিশেষভাগে উলেস্নখ্য যে, কেন্দ্রসমূহ জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশের অধিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।

অর্থায়নের পাশাপাশি, ইডকল ঋণ সংগ্রহ ও এজেন্সী সেবা, অবকাঠামো খাতে দক্ষ জনবল গঠনে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন, এবং কর্পোরেট এডভাইসরি সেবা প্রদান করে থাকে।

৩.২.৫ নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদন কর্মসূচিঃ

ইডকল বর্তমানে নিমেণাক্ত নবায়নযোগ্য শক্তি কর্মসূচি/প্রকল্প অর্থায়ন করছে;

১. সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি
২. বায়োগ্যাস কর্মসূচি
৩. উন্নতচুলা কর্মসূচি
৪. অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পসমূহ
    - সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক ক্ষুদ্রগ্রীড
    - সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক সেচ পাম্প
    - সোলার ড্রায়ার
    - সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক হিমাগার
    - বায়োমাস (ধানের তুষ) ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প
    - বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

৩.২.৬ সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচিঃ

পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুতের নুন্যতম চাহিদা পূরণকল্পে এবং ২০২০ সালের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিতকরণের সরকারি অঙ্গীকার বাসত্মবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইডকল ২০০৩ সালে সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচি গ্রহন করে। ৫৬টি এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার বিদ্যুতবিহীন এলাকায় এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।

এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩৯ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ইডকলের সৌরবিদ্যুৎ কর্মসূচীর অধীনে স্থাপিত সিস্টেমের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১৫৩ মেগাওয়াট। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের প্রায় ১ কোটি ৮১ লক্ষ লোক বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯ ভাগ।

এ কর্মসূচীর অধীনে ইডকল সহযোগীসংস্থা সমূহকে এ পর্যন্ত মোট ৪,৩৫৭ কোটি টাকা সহজশর্তের ঋণ ও ৬৩৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে। বিনিয়োগকৃত ঋনের বিপরীতে আদায়ের হার ৮৯%।

৩.২.৭ বায়োগ্যাস কর্মসূচিঃ

দেশের যেসকল এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ সেই সেখানে রান্নার জন্য গ্যাস সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং চাষাবাদের জন্য জৈব-সার সরবরাহের লক্ষ্যে ইডকল ২০০৬ সালে এ কর্মসূচী গ্রহণ করে। বর্তমানে ৪১টি সহযোগী সংস্থার (এনজিও/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮০,৭৮২ টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলের সর্বমোট প্রায় ১.৯ লক্ষ লোক এ সুবিধার আওতায় আসবে।

ইডকল সহযোগী সংস্থাসমূহকে এ পর্যন্ত ৫৪.৫৯ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ এবং ৩৯.৭৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করছে। বিনিয়োগকৃত ঋণের বিপরীতে আদায়ের হার ৯৩%।

৩.২.৮ উন্নতচুলা কর্মসূচিঃ

অধিক সাশ্রয়ী এবং স্বাস্থ্য বান্ধব উন্নত চুলা কর্তৃক বাংলাদেশ বর্তমানে ব্যবহৃত প্রচলিত চুলা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে জ্বালানী সাশ্রয়, এবং অভ্যন্তরীণ বায়ুদূষন রোধে ইডকল ২০১৩ সালে এ কর্মসূচী গ্রহণ করে। বর্তমানে ৫৩টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৫ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৯৫,১০৭টি উন্নত চুলা স্থাপন করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ইডকল ৫.০৪ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে।

৩.২.৯ অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পসমূহঃ

সৌর বিদ্যুৎ ভিত্তিক সেচ পাম্প প্রকল্পঃ

বাংলাদেশের পর্যন্ত অঞ্চলসমূহে সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক সেচ সুবিধা প্রদানকল্পে ইডকল বিভিন্ন এনজিও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে ইডকলের আর্থিক সহায়তায় সর্বমোট ৩৫৮ টি সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক সেচ পাম্প স্থাপিত হয়েছে যার ফলে প্রায় ৮,৯৫০ জন প্রান্তিক কৃষক সেচ সুবিধা পাচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় ইডকল মোট ২৬.২৩ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ ও মোট ৩৬.৫৬ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে।

সৌরবিুদ্যৎ ভিত্তিক ক্ষুদ্রগ্রীড প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে বাংলাদেশের কিছু কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে গ্রীড লাইন সম্প্রসারন-পূর্বক বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল বা অসম্ভব। এ সকল এলাকা বিুদ্যতায়নের লক্ষ্যে সৌর বিদ্যুৎভিত্তিক ক্ষুদ্র গ্রীড প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইডকল ইতোমধ্যে ৭টি সৌরবিদ্যুৎ ভিত্তিক ক্ষুদ্রগ্রীড প্রকল্প স্থাপনের আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে যার মাধ্যমে প্রায় ৪,২০০ বাড়িঘর, দোকানপাট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বিদ্যুৎ সুবিধা উপভোগ করছে। এছাড়াও আরও ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। এই কর্মসূচির আওতায় ইডকল মোট ৩২.১৩ কোটি টাকা অনুদান এবং মোট ২৯.১১ কোটি টাকা সহজশর্তের ঋণ প্রদান করেছে। ইডকল ২০১৮ সালের মধ্যে ৫০টি সৌর বিদ্যুৎভিত্তিক গ্রীড প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহন করেছে।

বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পঃ

বায়োগ্যস হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকল্পে বিভিন্ন ডেইরি ও পোল্ট্রি ফার্মসমূহকে ইডকল আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইডকলের আর্থিক সহায়তায় ইতোমধ্যে ৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং একটির স্থাপন কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে। ২০১৮ সালের মধ্যে মোট ১৪০টি বায়োগ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে ইডকলের। ইডকল ইতোমধ্যে মোট ২০.০৮ কোটি টাকা সহজ শর্তে ঋণ এবং মোট ১.৫৩ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে স্থাপিত প্রকল্পসমূহে।

৩.২.১০ আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ইডকল একটি আর্থিকভাবে লাভবান প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। এটি স্বল্পসংখ্যক সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি যারা নিয়মিত সরকারকে মুনাফা হতে লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রতিষ্ঠানটি সরকারকে ১৮ কোটি টাকা লভ্যাংশ প্রদান করে।

ইডকল ১৯৯৭ সালে মাত্র ১ লক্ষ টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল যা বর্তমানে ৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। গত অর্থবছর পর্যন্ত এর সম্পদের পরিমান ৬,৬৯৭ কোটি টাকা। ইডকলের সার্বিক ঋণ আদায়ের হার ৮৯%।